# এই সব দ্রৌপদীরা

**অসীম চট্টোপাধ্যায়**

*''সূর্য্যদেব যুধিষ্ঠিরকে বললেন - এই তাম্রময়স্থালী নাও, পাঞ্চালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফলমূল আমিষ, শাকাদি রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে থাকবে ।''*

(মহাভারত; বনপর্ব পৃ ১৪৩, রাজশেখর বসু
দশম মুদ্রণ ১৩৯৪; এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রা:লি:)

সেই দ্বাপর যুগ থেকে বাড়ির মেয়েরা কখনও পুরুষদের সঙ্গে একসাথে খেতে বসে না । লোকচক্ষুর অগোচরে নিজের ভাগ থেকে দিয়ে অপ্রত্যাশিত অতিথির পেটের চাহিদা মেটায় । অতিথি যদি নাও থাকে কর্তার পাতে আর একখানা বাড়তি মাছভাজা পড়তেই পারে, বাইরে থেকে টাকাটা'ত তিনিই রোজগার করে নিয়ে আসছেন । পুরুষ মানুষ ভালো করে না খেলে খাটবে কোত্থেকে । সে পুরুষ মানুষ ৭ বছরেরই হোক বা ৭০ বছরের ।

অমূল্য পরিশ্রম । সমস্ত পরিবার দাঁড়িয়ে আছে পরিবারের মহিলা সদস্যের শ্রমের ওপর - এ শ্রমের মূল্য কখনও সমাজ দেয়নি - পরিবারও দেয়নি । দ্রৌপদীরা আজও থালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে কখন পরিবারের শেষ সদস্যটি এসে খাবে ; তারপর তাঁর খাবার পালা ।

বহুবার ছেলে-বৌমাদের জন্য খাবার নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত বসে থেকে তারপর শুনেছেন ''সরি মা । আমরা খাব না । বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি ।'' দ্রৌপদীর জাত । মন মানে না ...।

''ঋতুবন্ধে পাঁচ মিনিটেই আরোগ্য'' সাইনবোর্ড টাঙ্গানো নার্সিংহোমগুলোর কথা বাদই দিন - ভদ্র পাড়ার নামী দামী নার্সিংহোমগুলোর পিছনের মুখ ঢাকা কুয়োগুলোর নিচ থেকে যেসব তথ্য বেরিয়ে আসছে তাতে আপামর জনসাধারণ স্তম্ভিত । স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা ! লিঙ্গ বৈষম্য ! ঠান্ডা মাথায় মেয়ে ভ্রূণকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেওয়া হচ্ছে না । ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাচ্ছে ! কেন ? আজকের সমাজ কি দ্রৌপদীদের চায় না ? সারা দেশ জুড়ে যে ধিক্কার উঠছে । নিষিদ্ধ হয়েছে আলট্রা সোনোগ্রাফিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ । এই আইন বলবৎ কেবল আমাদের দেশে । লিঙ্গ সংরক্ষণ ! সচেতন ভারতবাসী বলতেই হবে ।

প্রায় ২৫ বছর আগের একটা সার্ভের কথা মনে পড়ে গেল ঃ কোলকাতার দুই শ্রেষ্ঠ সরকারী প্রতিষ্ঠানে ডায়াবিটিস আর হাই ব্লাডপ্রেশার রয়েছে এমন রুগীদের বেছে নেওয়া হল । তারপর তাদের বয়স অনুযায়ী সাজান হল । দেখা গেল ৩০ -৪০ বয়সের পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী যাদের ডায়াবিটিস ও হাই ব্লাডপ্রেশার আছে । ৪০ - ৫০ বছর বয়সে নারী পুরুষ সমান সমান, সামান্য বেশী নারীদের মধ্যে । ৫০ বছরের বেশী বয়স্কদের মধ্যে পুরুষ নারী অনুপাত - পুরুষ অনেক বেশী, নারী কম । এক নজরে মনে হবে - এটা ভারতবর্ষের নারীদের পক্ষে ভাল খবর , নিশ্চই বেশী বয়সের লোকেদের মধ্যে নারীদের স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে ভাল । যখন ভাল করে খতিয়ে দেখা হল তখন আলমারীর ভিতর থেকে কংকালটা বেরিয়ে এল । নারীপুরুষ অনুপাতের এত তফাৎ তার কারণ নারীরা

ডায়াবিটিস ও হাই ব্লাডপ্রেশার নিয়ে তুলনামূলক কমজনই ৫০ বছরের বেশী বাঁচে । কেন ? এই উত্তরটাও মহাভারতে দেওয়া আছে । দ্রৌপদীই মহাপ্রস্থানের পথে প্রথম মাটিতে পড়েছিল ।

ভাতের থালা নিয়ে দিনের পর দিন বসে থেকেছে - সময়ে সময়ে খাওয়া হয় নি । মাথা ধরেছে ? একটু পরেই না হয় ওষুধ খাব । পুরুষ মানুষ বাইরে থেকে খেটেখুটে এসেছে - তার প্রয়োজন তো আগে । মাথা ধরার কারণ হাই ব্লাডপ্রেশারও হতে পারে । প্রেশারের ওষুধটা কদিন আনা হয় নি । ওনার অফিসের খাটাখাট্‌নি চলছে ; ছেলেমেয়েদের টিউশন থেকে ফিরতে রাত হয়, ওষুধ আনবে কোথা থেকে ?
কাজের লোকের কামাই আছে । ব্যাটাছেলে আবার বাসন ধোয় নাকি ? বরং কাগজ পড় । এক কাপ চা করে দিচ্ছি ।
ডায়াবিটিসের ওষুধটা কাজ করছে কিনা কে জানে ? রাত্রে বার বার উঠতে হয় । ঘুম হয় না । সুগারটা অনেকদিন পরীক্ষা করা হয় নি । মেয়েটার সামনে টেষ্ট পরীক্ষা । পরীক্ষার পর সুগারটা পরীক্ষা করব ভাবছি ।

দ্রৌপদীর বুকটা চিন চিন করে । দুবছর আগে ইসিজি করান হয়েছে । দোষ ধরা পড়েছে । হার্টের ওষুধগুলোর বড্ড দাম তাই অল্প করে খায় । ডাক্তারবাবু ওষুধ কোম্পানির পয়সায় ইউরোপে কন্‌ফারেন্স এ্যাটেন্ড করতে গেছেন । ইনি ওদের শর্ত রেখেছেন । ৬ মাসের মধ্যে কোটা পুরো করেছেন । ওরা ওদের কথা রেখেছে । অন্য ওষুধের থেকে এই ওষুধের দাম বেশী । বদলি ওষুধ দেওয়া যাবে না । এতে ডাক্তারবাবুর বিদেশ বেড়ানোর খরচ ধরা আছে ।

দ্রৌপদীর ভাগ্য হিংসা করার মতো । স্বামী পুত্র রেখে ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে গেল । তবুও যে এত স্ত্রী ভ্রূণ হত্যা কেন হয়, আর কারাই বা করে ? এদের একটু ভাল করে বোঝানো যায় না ?

তথ্য সূত্র :
Incidence and causes of Hypertension in Diabetic subjects
- Aseem Chatterjee. Thesis for the degree of
Doctor of Medicine University of Calcutta. 1981